ইউনিট ৮

রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ত্ব

ভূমিকা

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কখন কি ভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ একমত নন। এ ব্যাপারে তারা তাদের সমকালীন অবস্থা, রাষ্ট্রে ক্ষমতা প্রয়োগের নীতি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা এবং কল্পনা শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। তারা লক্ষ করেছেন, রাষ্ট্রবিবর্তনের এক পর্যায়ে ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। ধর্মই ছিল আনুগত্যের ভিত্তি । তাই অনেকে মনে করেন যে, ঈশ্বরই রাষ্ট্র তৈরি করেন। অতীতে দৈহিক ও সামরিক ক্ষমতাবলে শাসন ক্ষমতা দখল করে শাসকগণ জনগণকে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন। এর ফলে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শক্তিকেই রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আবার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক হবস্, লক, রুশো তাদের সময়ের সামাজিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং কল্পনার আশ্রয় নিয়ে চুক্তির ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দার্শনিকদের চিন্তাভাবনায় সমগ্র সত্যের প্রতিফলন না ঘটলেও তাদের বক্তব্যের আংশিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। আসলে অনেক উপাদানের সমন্বিত অবদানে রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে, একথা আজ সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই সমর্থন করেন। তাদের মধ্যে গার্নারের মতে বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে রাষ্ট্র তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

পাঠ- ১ : ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ বা ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা বলতে পারবেন।

৮.১.১ ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ

বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের মূলকথা হল বিধাতা বা ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক তার কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী নয়। জনগণ নিঃশর্তভাবে শাসককে আনুগত্য দান করবে। শাসক তার ভুলত্রুটির জন্য বিধাতার নিকট দায়ী। শাসককে অমান্য করলে জনগণ একদিকে যেমন পার্থিব শাস্তি ভোগ করবে তেমনি পরকালেও শাস্তি ভোগ করবে। শাসকগণ একাধারে রাষ্ট্রীয় প্রধান ও ধর্মীয় প্রধান। প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখ আছে যে, “বিধাতা রাজাকে মনোনয়ন দান করেছেন, বিধাতার ইঙ্গিতে রাজার মৃত্যু হয়েছে।” ঈহুদীরা মনে করতেন, “রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি।” সেন্ট অগাস্টিন, জন অব সেলিসবারী এবং সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস এই মতবাদে বিশ্বাস করতেন। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস এবং তার পুত্র প্রথম চার্লস এই মতবাদের উপর বিশ্বাস করে প্রজাদের সকল অধিকার অস্বীকার করেছিলেন। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজকে বিধাতার বরপুত্র মনে করে ঘোষণা করেছিলেন, “আমিই রাষ্ট্র।”

বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের সমালোচনা– আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষ আর বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ বিশ্বাস করে না। নিম্নলিখিত কারণে এই মতবাদ বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয় :

(১) বিধাতা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন– এই মতবাদ সত্য হলে এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত থাকত এবং শাসকদের মনোনয়ন চলত।
(২) পরম করুণাময় স্রষ্টা নিপীড়নমূলক শাসকদের শাসন সমর্থন করেন একথা সত্য হতে পারে না।
(৩) ধর্মগ্রন্থগুলোতে জনগণের নিকট শাসকের জবাবদিহিতার কথা বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে।
(৪) এই মতবাদকে অবলম্বন করে স্বৈরাচারী শাসনের সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই এই মতবাদের বলে নিজকে রাষ্ট্র মনে করেছেন ও জনগণকে নিপীড়ন করেছেন। তাই এই মতবাদ বিপজ্জনক।
(৫) এই শাসন ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক। কারণ এই ব্যবস্থায় শাসক নির্বাচনে জনগণের কোন অধিকার থাকে না।
(৬) এই মতবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, যুক্তির উপর নয়। গিডিংস বলেন, "বর্তমানে এই মতবাদ অচল, কেননা সকলেই বিশ্বাস করে যে যুক্তির প্রাধান্যই স্বীকার্য, নিছক বিশ্বাস নয়।"
(৭) এই মতবাদ উদার রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। মধ্যযুগে এই মতবাদ পোপপন্থী ও সম্রাটপন্থীদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্বের সূচনা করে। এ কারণে মধ্যযুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয়।
(৮) মানুষ তার প্রয়োজনে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। বিধাতা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন নাই। এরিস্টটল বলেছেন, "নেহায়েত প্রয়োজনে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং উন্নততর জীবনের জন্য তা বহমান থাকবে।"

গুরুত্ব ও প্রভাব : বর্তমানকালে এই মতবাদ অযৌক্তিক ও অচল মনে হলেও রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরে এই মতবাদ রাষ্ট্রকে সুসংহত করতে প্রবল ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সাথে ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা যুক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে সুদৃঢ় করেছে এবং আনুগত্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয়ত, সৃষ্টিকর্তার নিকট জবাবদিহিতার ভয় শাসককে কোন কোন সময় প্রজাহিতৈষী ও কল্যাণকর ভূমিকা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয়ত, এই মতবাদের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পার্থিব ও পরবর্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। সবশেষে এই মতবাদ সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ প্রচারে সহায়তা করেছে। ধর্মীয়মতে একথা সত্য যে সকল সৃষ্টির মূলেই খোদার ইঙ্গিত ও ইচ্ছা রয়েছে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে সরাসরিভাবে স্রষ্টা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন একথা বলা না থাকলেও শাসকের দায়িত্বশীলতার কথা বলে শাসককের ক্ষমতা সীমিত করেছে।

৮.১.২ পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ

এই মতবাদ অনুযায়ী পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারিত রূপই রাষ্ট্র। স্যার হেনরি মেইনের মতে, "পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।" তিনি 'প্রাচীন আইন' এবং 'প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাথমিক ইতিহাস' গ্রন্থদ্বয়ে পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের পূর্ণ ব্যাখ্যা দান করেছেন। এই মতবাদের মূলকথা হল পরিবারই আদিম সমাজের মূল প্রতিষ্ঠান এবং পুরুষই ছিলেন পরিবারের কর্তা। পুরুষের দিক থেকেই বংশ পরিচয় দেওয়া হত। পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। পরিবারের প্রধান আবার গোষ্ঠীর প্রধানে পরিণত হন। গোষ্ঠীর সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।

সমালোচনা : পরিবার রক্তের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে রক্তের সম্পর্ক রাষ্ট্রের বিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয়।

৮.১.৩ মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ

জেংক্স, মরগান, ম্যাকমিলান প্রমুখ চিন্তাবিদগণ এই মতবাদের সমর্থক। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের মূল কথা হল, মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন পরিবার ব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক ও বহু স্বামীভিত্তিক। এজন্য কোন একক পুরুষের নামে বংশ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে স্ত্রীর নামে পরিবার পরিচিত হত। এ ধরনের মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে।

সমালোচনা : প্রকৃতপক্ষে পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক যে কোনো পরিবারই রক্তের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রক্তের সম্পর্কের উপর গঠিত পরিবার বিস্তৃত হয়ে গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু রক্তের সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বহু উপজাতির সমন্বয়ে যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তা কেবলমাত্র রক্তের বন্ধনের ভিত্তিতে গড়ে উঠে না বা টিকে থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠা রাষ্ট্র আরও অনেক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছে এবং টিকে আছে।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রের কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ একমত নন। নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। এ কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে বহু মতবাদের জন্ম হয়েছে। কেউ কেউ মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বিস্তৃতির ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র পরিবারের বিস্তৃতির ফলেই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়নি। কেউ কেউ মনে করেছেন যে, ঈশ্বরই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন ও আইন-কানুন দান করেছেন। শাসক ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই জনগণ তাদের প্রতি আনুগত্য না দিলে পরকালে শাস্তি পাবে, এই বিশ্বাসই আনুগত্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। ঈহুদীরাও মনে করতেন যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। কিন্তু এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদ সত্য হলে রাষ্ট্র সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদের প্রবক্তা কে ?

ক. হবস খ. লাস্কি
গ. সেন্ট অগাষ্টিন ঘ. ডঃ গার্ণার

২। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তা কে ?

ক. হেনরী মেইন খ. মরগান
গ. একুইনাস ঘ. ফাইনার

পাঠ- ২ : বলপ্রয়োগ তত্ত্ব

উদ্দেশ্য : এই পাঠটি শেষে আপনি–

- বলপ্রয়োগ মতবাদ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- বলপ্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব বা প্রভাব কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে মার্কসের ধারণা কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ম্যাক্সওয়েবারীয় চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বলপ্রয়োগ এবং সম্মতির সার্থক সমন্বয়ে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৮.২.১ বলপ্রয়োগ মতবাদ

এই মতবাদের মূলকথা হচ্ছে, সবলরা দুর্বলদেরকে দৈহিক শক্তিবলে অধীনস্থ করে তাদের উপর আইন-কানুন চাপিয়ে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করে রাষ্ট্র গঠন করেছে। প্রাচীনকালে মানুষ ছোট ছোট গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। তখন আন্তঃগোষ্ঠীয় সংঘাত প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। পরাজিত গোষ্ঠী বিজয়ী গোষ্ঠীর অধীন হত। বিজয়ী গোষ্ঠীর প্রধানের শাসন তারা মানতে বাধ্য হত। পরবর্তীতে অন্যান্য গোষ্ঠীও পরাজিত হয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠীর অধীন হত। এভাবে বৃহৎ জনগোষ্ঠী ও এলাকা শক্তিশালী গোষ্ঠীর অধীনস্থ হয়ে রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি পেত। ডেভিড হিউম, জেংকস, জেলেনিক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থক। জেংকস বলেন, "ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, আধুনিক সকল রাষ্ট্রব্যবস্থা সার্থক রণকৌশলের ফলশ্রুতি।" জেলেনিকের মতে, "শক্তিশালী নেতা তার অনুগামী যোদ্ধাদের সহায়তায় যখন চলনসই নির্দিষ্ট ভূখন্ডের উপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।" বলপ্রয়োগ মতবাদের আসল কথা বলপ্রয়োগের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তা টিকে থাকবে।

বলপ্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা– প্রথমত, রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে শক্তিপ্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, অর্থনৈতিক উপাদান এবং রাজনৈতিক চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং রক্ষার জন্য শক্তিই যদি একমাত্র উপাদান হত তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি কম শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো টিকে থাকতে পারত না।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা বা রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য শক্তিই একমাত্র উপাদান নয়। একমাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের নিকট থেকে আনুগত্য আদায় করা যায় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সম্মতি ও সমর্থনই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি। তাই শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি।

৮.২.২ বলপ্রয়োগ মতবাদের গুরুত্ব

বলপ্রয়োগ মতবাদের সমালোচনা করা হলেও একথা ঠিক যে, শক্তি ছাড়া রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। তা যদি হত তবে রাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও সংরক্ষণ করত না। তাছাড়া শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকলেও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর নতজানু পররাষ্ট্র নীতি অবলম্বনের উদাহরণের অভাব নেই। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কিছু না কিছু শক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে শক্তি প্রয়োগ মতবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। গ্রীক-বীর আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়, রাজায় রাজায় লড়াই ও রাজ্য বিস্তারের কাহিনীতে ইতিহাসের পাতা ভরপুর। মধ্যযুগেও ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিবলে রাজ্য বিস্তার ঘটেছে। শক্তির ভিত্তিতেই রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে। হবস্ ও ম্যাকিয়াভেলী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তিশালী শাসকের কথা বলেছেন। এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে মুসোলিনি ও হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়েছেন।
দার্শনিক হিউম, জেংকস, জেলেনিক, হবস্, ম্যাকিয়াভেলী প্রমুখ এই মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

৮.২.৩ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ

কার্ল মার্কস একজন বস্তুবাদী দার্শনিক। তিনি সংঘাত তত্ত্ব বা রাষ্ট্র সৃষ্টির ব্যাপারে বলপ্রয়োগ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে সমাজে দুটি শ্রেণী বিরাজ করে– পুঁজিপতি ধনী শ্রেণি ও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণি। তিনি বলেন, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত এবং পৃথিবীর ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্র দখলে রাখে এবং নিজ শ্রেণীস্বার্থেই রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তাদের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎখাত করে প্রভুত্ব বা সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম করবে। জন প্লামেনাজ মার্কসের রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, "সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হলে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে, রাষ্ট্র শ্রেণী শাসনের যন্ত্র এবং সমাজ শ্রেণীহীন হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না।" মার্কসের মতে রাষ্ট্র কোন স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং শ্রেণীসংঘাতের ফলশ্রুতি। শোষক ও পুঁজিপতি শ্রেণী পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আমলা ও আদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ধরে রাখে এবং শ্রেণী শোষণ অব্যাহত রাখে।

৮.২.৪ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েবারীয় চিন্তা

ম্যাক্সওয়েবারের চিন্তাধারায় বলপ্রয়োগ মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন যে, সমাজে বিদ্যমান শ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সংহতি ও অভিযোজনের প্রাক্কালে স্ব স্ব বলয়ে প্রভাব বিস্তার ও বলপ্রয়োগের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। তার মতে রাষ্ট্র কোন ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান নয় বা নিছক পরিবারের বিস্তৃতির ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নাই। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল এমন একটি মানব সম্প্রদায় যা একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠী, সম্পদ ও সম্পত্তিকে একচেটিয়াভাবে ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণ করার সর্বময় অধিকার লাভ করে। রাষ্ট্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম এজেন্সী যার কাজ আইন দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং যার পেছনে থাকে দৈহিক শক্তি। ম্যাক্সওয়েবারের মতে নির্দিষ্ট ভূখন্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৮.২.৫ বলপ্রয়োগ ও সম্মতির সমন্বয়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শক্তি বা বলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও একমাত্র বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয়নি এবং টিকে থাকতেও পারে না। তাই যদি সত্য হত তবে পাক-ভারত বৃটিশদের কবলমুক্ত হতে পারত না বা বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না। শক্তিবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। নেহায়েত পাশবিক শক্তির বলে রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন জনগণের আগ্রহ, ইচ্ছা ও দেশপ্রেম। টি.এইচ.গ্রীন তাই বলেন, "শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি।" ১৬৮৮ সালের ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ১৯৬৯ সালের বাঙালীদের গণঅভ্যুত্থান এর জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই বলা যায় যে, শক্তি ও সম্মতির সমন্বয়েই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এবং টিকে আছে।

সার-সংক্ষেপ

ডেভিড হিউম, জেংকস, জেলেনিক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের ফলশ্রুতি। বলপ্রয়োগ মতবাদের মূলকথা এই যে, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গোত্র ও দলনেতা দুর্বলদের পরাস্ত করে তাদের অধীনে নিয়ে আইন-কানুন চাপিয়ে জোর করে আনুগত্য আদায় করে রাষ্ট্র গঠন করেছে। রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কিছু পাশবিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে একথা সত্য। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছাই বড়, শক্তি বড় কথা নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বল প্রয়োগ মতবাদের প্রবক্তা কে ?

ক. ডেভিড হিউম খ. মরগান

গ. হবস্ ঘ. লক

২। 'শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি' –এ উক্তিটি কার ?

ক. ফাইনার খ. ব্রাইস

গ. টি.এইচ.গ্রীন ঘ. জেলেনিক

৩। শোষণহীন সমাজের কথা কে বলেছেন ?

ক. ম্যাক্সওয়েবার খ. কার্ল মার্কস

গ. রুশো ঘ. চার্লস ফুরিয়ার

৪। রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি কি ?

ক. চুক্তি খ. সম্মতি

গ. আইন পরিষদ ঘ. সেনাবাহিনী

পাঠ– ৩ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ– হব্‌স, লক, রুশো

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক চুক্তি মতবাদ বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- হবসের মতানুসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লকের মতানুসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রুশোর মতানুসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বলতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে সামাজিক চুক্তি মতবাদ গ্রহণযোগ্য কি না তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা, গুরুত্ব ও প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।

৮.৩.১ সামাজিক চুক্তি মতবাদ

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে সামাজিক চুক্তি একটি কাল্পনিক মতবাদ। এই মতবাদের মূলকথা এই যে, পূর্বে মানুষ একটি প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রকৃতির আইন অনুযায়ী চলত এবং প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত। কিন্তু প্রকৃতির আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের স্ব স্ব ব্যাখ্যার ফলে প্রকৃতির রাজ্যে জীবন-যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে। যেহেতু রাষ্ট্র চুক্তির ফল সেহেতু এই মতবাদকে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বলে। সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ টমাস হবস্ তার 'লেভীয়াথান' গ্রন্থে, জন লক তার 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ রুশো তার 'সোশাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা দেন ও বিশ্লেষণ করেন। প্রাচীনকালেও এই মতবাদের সমর্থন মিলে। সক্রেটিস বলেছিলেন, "কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারেন না।" গ্লোকনের মুখ দিয়ে প্লেটো বলেছেন, "প্রকৃতির রাজ্যের ক্ষতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য মানুষ পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়।" ম্যানেগোল্ডের লেখনীতে পাওয়া যায় "প্রজাদের চুক্তির দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজাকে প্রজাগণ অপসারণ করতে পারে।" তবে হবস্, লক ও রুশোর লেখনীতে সামাজিক চুক্তিবাদের বলিষ্ঠ ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। তাদের সামাজিক চুক্তি মতবাদ নিম্নে আলোচনা করা হল।

৮.৩.২ হব্‌সের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে লিখিত লেভীয়াথান গ্রন্থে হবস্ তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা দেন ও বিশ্লেষণ করেন। হবস্ একজন প্রণালীবদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। তাই তিনি মানব প্রকৃতির ও প্রকৃতির রাজ্যের ব্যাখ্যার পর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা দেন।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে হবসের মত : হবস্ মানব চরিত্রের হতাশাবাদী চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর মতে মানুষ মূলত একটি জড়পদার্থ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় সে কার্য কারণ সম্পর্কিত নীতির অন্ত র্গত। সে অবিরাম কর্মরত। কর্মের লক্ষ্য কামনা। যা ভাল তাকে কামনা করে আর যা খারাপ মনে করে তাকে পরিহার করে। আকাঙক্ষা ও বিতৃষ্ণার দ্বারা সে পরিচালিত। তার কামনার সর্বাপেক্ষা বড় বিষয় হল ক্ষমতা। কেননা ক্ষমতাই অন্যান্য বস্তুকে সহজলভ্য করে। হবস্ বলেন, "মানব জাতির মধ্যে একটি সাধারণ প্রবণতা এই যে, সে ক্ষমতার পর ক্ষমতা পাওয়ার চিরন্তন ও বিরামহীন কামনা পোষণ করে যা একমাত্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়।" হব্‌সের মতে মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও লোভী। তিনি আরও বলেন যে মানুষ যেকোনো জিনিস সমভাবে পাওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক লড়াইয়ে নিয়োজিত। লাভের আশা, নিরাপত্তার আশা ও খ্যাতির আশায় তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত।

হবসের মতে প্রকৃতির রাজ্য : হবসের মতে প্রকৃতির রাজ্য মানব প্রকৃতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকৃতির রাজ্যে ছিল এক অসভ্য অবস্থা, যেখানে আইন-কানুনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর আইন-কানুনের অনুপস্থিতিতে সেখানে জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। হব্‌সের ভাষায়, "যেখানে সাধারণ ক্ষমতা নেই সেখানে কোন আইন নেই আর যেখানে আইন নেই সেখানে ন্যায়বিচারও নেই।" হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজ্যে সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করত। তার ভাষায় প্রকৃতির রাজ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ অবস্থা ছিল এই যে, সেখানে সবসময় ছিল ভয়াবহ মৃত্যুর বিপদ এবং মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ,

হতভাগ্য, জঘন্য, পাশবিক ও সংক্ষিপ্ত। প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করত।
এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা একটি চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির ধরন ছিল নিম্নরূপ :
"আমি আমাকে শাসন করার অধিকার ছেড়ে দিয়ে তা এই লোকটিকে বা এই লোকগুলিকে অর্পণ করলাম এই শর্তে যে তোমরাও তোমাদেরকে শাসনের ভার তাকে বা তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং তাকে সব কিছুর মালিক কর।" চুক্তি হয় কেবলমাত্র জনগণের মধ্যে, শাসক চুক্তির কোন অংশ নয়। সুতরাং চুক্তির ফলে শাসক জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে হব্‌সের সামাজিক চুক্তি অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক এবং এটি সর্বাত্মক রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারে।

৮.৩.৩ লকের সামাজিক চুক্তি মতবাদ

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে লক তাঁর 'টু ট্রিটিজেস অন সিভিল গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা দান করেন। হব্‌সের মত লকও প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে লকের প্রকৃতির রাজ্য হব্‌সের মত ভয়াবহ ছিল না।

প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে লকের মত : লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য অরাজনৈতিক হলেও অসামাজিক ছিল না। সেখানে প্রকৃতির আইন ছিল এবং প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ সেগুলো মেনে চলত। লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তি, শুভেচ্ছা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মরক্ষার এক সামাজিক ক্ষেত্র। কিন্তু তবুও প্রকৃতির রাজ্যে অসুবিধা দেখা দেয় কারণ প্রত্যেকে আপন আপন বুদ্ধি ও স্বার্থ অনুসারে প্রকৃতির আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করে। প্রকৃতির আইন বলবৎ করার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ছিল না। তাছাড়া সাধারণ কোন বিচারকও ছিল না। তাই লকের প্রকৃতির রাজ্যও হব্‌সের প্রকৃতির রাজ্যের রূপ পরিগ্রহণ করে।

লকের মতে সামাজিক চুক্তি : প্রকৃতির রাজ্যের অব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রকৃতির রাজ্যের মানুষেরা লকের মতে দুটি চুক্তি সম্পাদন করে। প্রথম চুক্তি দ্বারা তারা একটি সমাজ গঠন করে। এটাকে লক 'মূল চুক্তি' বলেছেন। এই চুক্তির বলে তারা নিজেদেরকে একটি সম্প্রদায়ে পরিণত করে এবং প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের যে অধিকার তারা এতদিন বিচ্ছিন্নভাবে নিজেরা ভোগ করে আসছিল তা রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের নিকট হস্তান্তর করে। কিন্তু সমাজ পরিচালনার জন্য তিনি আরও একটি চুক্তির কথা বলেছেন। এই চুক্তির দ্বারা সমাজ সরকারকে একটি ক্ষমতার জিম্মাদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজ সরকারকে শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমতা দান করে যে, সরকার জনগণের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে। সরকার এগুলো রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে জনগণ বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

১৬৮৮ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লবের ফলে যে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে আশীর্বাদ হিসেবে সমর্থন করার জন্য লক তার সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রদান করেন। এজন্য **জন লককে সংসদীয় সরকারের জনক** বলা হয়। তবে লকের চুক্তিও অনৈতিক ও কাল্পনিক। লকের মতে এই চুক্তি সর্বসম্মত হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আবার লকের চুক্তি বাতিলযোগ্যও নয় এবং একমাত্র বিপ্লবের দ্বারাই বিকল্প সরকার গঠন করা যায়। লকের চুক্তিতে সকলের সম্মতির কথা বলা হলেও তা সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকারকে সমর্থন করে।

৮.৩.৪ রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদ

রুশো তাঁর 'সোসাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি মানব প্রকৃতি ও প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দিয়ে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রদান করেন।
রুশোর মতে পূর্বে রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না। পৃথিবীর মানুষ তখন প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ ছিল সহজ, সরল, সৎ, সাহসী ও বন্ধুত্বপূর্ণ। তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা কলহ ছিল না। তাদের জীবন ছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও শান্তিতে ভরপুর। মানুষ তখন স্বর্গ-সুখে বাস করত। তাই রুশো

প্রকৃতির রাজ্যকে ‘পৃথিবীর স্বর্গ’ বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মধ্যে আমার-তোমার ধারণাও ছিল না। তারা সমানভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটলে প্রাকৃতিক সাম্যের অবসান ঘটে এবং নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। রুশো মনে করেন যে, ভূমির বিভিন্নতা, জনসংখ্যার বিস্তৃতি, জলবায়ু এবং ঋতু পরিবর্তন মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং প্রকৃতির সাম্য দূরীভূত হয়।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য জনগণ চুক্তি সম্পাদন করে। রুশো বলেন, “একটি যৌথ সত্তা বা সমাজ সৃষ্টি করে সমাজের সকলের সমবেত শক্তির দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেই কেবলমাত্র এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।” তাই তারা চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি সম্পাদনকারীরা একটি সমষ্টিগত সত্তার নিকট তাদের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করে। ব্যক্তিগতভাবে তারা যা বর্জন করে সমষ্টিগত সত্তার অংশীদার হিসেবে তা আবার ফিরে পায়। চুক্তির ধরনটি ছিল এইরূপ : “প্রত্যেকে আমরা নিজ নিজ ব্যক্তিসত্তা ও সমস্ত শক্তিকে সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করি এবং সমষ্টিগত সত্তায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ফিরে পাই।”

রুশোর সাধারণ ইচ্ছা অস্পষ্ট ও কল্পনাপ্রসূত এবং এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারী শাসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮.৩.৫ সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি কাল্পনিক মতবাদ। বিভিন্ন সমালোচক এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। নিম্নলিখিত কারণে হেনরি মেইন চুক্তি মতবাদকে অসার, গ্রীন একে উপন্যাস, বেন্থাম প্রমোদধ্বনি, ভলটেয়ার বন্য এবং জুলেসলী মেইট্রি একে ভয়ংকর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রথমত, এই মতবাদ অনৈতিহাসিক। প্রকৃতির রাজ্য ও তা থেকে উত্তরণের ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ অযৌক্তিক এজন্য যে, রাষ্ট্রের ধারণা ছাড়া রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্যের বন্য মানুষ চুক্তির ফলে আইনমান্যকারী ভদ্র জীবে রাতারাতি পরিণত হতে পারে না। চতুর্থত, প্রাকৃতিক অধিকার সত্যিকার অর্থে অধিকার নয় এবং আইন-কানুন ও কর্তৃত্ব ছাড়া অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। পঞ্চমত, এই মতবাদ বিপজ্জনক, কারণ যারা চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করতে পারে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে রাষ্ট্র ধ্বংসও করতে পারে। ষষ্ঠত, পরবর্তীতে জন্মলাভকারী নাগরিকবৃন্দ চুক্তির অংশ নয় বলে রাষ্ট্র তাদের আনুগত্য পেতে পারে না। সুতরাং এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব

সামাজিক চুক্তি মতবাদকে যে ভাবেই সমালোচনা করা হোক না কেন এ মতবাদের গুরুত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রথমত, চুক্তি মতবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় ঐশ্বরিক মতবাদ ও শক্তিপ্রয়োগ মতবাদের প্রভাব হতে জনগণকে মুক্তিদান করে। দ্বিতীয়ত, জনগণের দ্বারা চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র জন্ম লাভ করেছে একথা বলে এই মতবাদ গণতন্ত্র ও জনগণের সার্বভৌমত্বের জন্ম দিয়েছে। তৃতীয়ত, এই মতবাদ তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। লকের লেখনীর ফলে ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থন রচিত হয়। রুশোর লেখনী ফরাসী বিপ্লবকে প্রভাবিত করে ও গণতন্ত্রের সূচনা হয়। সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদ কাল্পনিক হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

সার-সংক্ষেপ

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হব্‌স, লক ও রুশো রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদের কথা বলেন। এই মতবাদের মূলকথা হচ্ছে, রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস

করত। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে আইন-কানুন ও কর্তৃপক্ষ ছিল না। ফলে তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। সুতরাং তারা চুক্তি করে রাষ্ট্র গঠন করে। এই তিন জন দার্শনিক তাদের প্রকৃতির রাজ্য, চুক্তির ধরন ও সরকারের ক্ষমতার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলেও চুক্তির দ্বারাই যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে এ ব্যাপারে তারা একমত। কিন্তু এটি একটি কাল্পনিক মতবাদ। এই মতবাদ অযৌক্তিক, অনৈতিহাসিক এবং বিপজ্জনক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থক কে ?

ক. হব্‌স ও ভলটেয়ার
খ. লক ও বেন্থাম
গ. রুশো ও বেন্থাম
ঘ. হব্‌স, লক ও রুশো

২। সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূলকথা কি ?

ক. চুক্তি
খ. সম্মতি
গ. জনমত
ঘ. সাধারণ ইচ্ছা

৩। প্রকৃতির রাজ্য ভয়াবহ ছিল– একথা কে বলেছেন ?

ক. লক
খ হব্‌স
গ. রুশো
ঘ. হব্‌স, লক ও রুশো

পাঠ- ৪ : ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদই যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক মতবাদ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশে বিভিন্ন উপাদান, যেমন– রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজনৈতিক চেতনার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৪.১ বিবর্তনমূলক মতবাদ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সঠিক মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য মতবাদগুলো তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। অধ্যাপক গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয় অথবা উচ্চতর শক্তির ফল নয় বা প্রস্তাবের ফল নয় বা পরিবারের বিস্তৃতির ফল নয়। বস্তুতঃপক্ষে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র উৎপত্তি লাভ করেছে।" অধ্যাপক বার্জেস বলেছেন, রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ফল। অন্যান্য মতবাদের উপর এই মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এ কারণেই যে, এই মতবাদ কোন একটি উপাদানকে অগ্রাধিকার দান করে নাই বরং এই মতবাদ স্বীকার করে যে বহু উপাদানের সমন্বিত অবদানের ফলেই রাষ্ট্র জন্মলাভ করেছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হল :

রক্তের সম্পর্ক– রক্তের সম্পর্কই মানবের আদি প্রতিষ্ঠান পরিবারের ভিত্তি। পরিবারের বিস্তৃতির ফলে গোষ্ঠী সৃষ্টি হয় এবং রক্তের সম্পর্কই গোষ্ঠী প্রধানের কর্তৃত্ব ও তার প্রতি আনুগত্যের বন্ধন হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেলে গোত্র ও উপজাতির সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়েও রক্তের বন্ধন, সাধারণ স্বার্থ ও পূর্ব পুরুষের নেতৃত্বের প্রতি ভক্তিই আনুগত্যের বন্ধন হিসেবে কাজ করে। ম্যাকাইভার বলেন, "রক্তের বন্ধন সমাজ গড়ে তোলে এবং সমাজ পরিশেষে রাষ্ট্র গঠন করে।"

ধর্মের বন্ধন– গোষ্ঠী ও উপজাতির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রক্তের বন্ধন যখন শিথিল হয়ে পড়ে তখন ধর্ম রক্তের বন্ধনের শূন্যতা পূরণ করে। একই প্রকার ধর্মানুষ্ঠান এবং উপাসনা মানুষকে একত্রিত করে ও শাসকের প্রতি আনুগত্যশীল করে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন উপজাতির শাসক একই সাথে ধর্মীয় নেতা ও শাসক ছিলেন। এরূপে প্রাচীনকালে উপজাতি নেতা ও পুরোহিতদের প্রতি আনুগত্য ও একই ধর্ম চর্চার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সংহতি গড়ে তোলে।

যুদ্ধবিগ্রহ– প্রাচীনকালের জনসমাজ উপজাতিতে বিভক্ত ছিল এবং তারা সর্বদাই প্রাধান্য বিস্তারের লড়াইয়ে লিপ্ত থাকত। পরাজিত উপজাতি বিজয়ী উপজাতির অধীন হত এবং স্বার্থকভাবে যুদ্ধ পরিচালনাকারী বিজয়ী উপজাতির নেতৃত্বের আনুগত্য স্বীকার করত। এইভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব ঘটত এবং সীমানা বিস্তৃত হত। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তারা নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত। ফলে নেতৃত্ব, আনুগত্য ও রাষ্ট্রীয় সংহতি গড়ে উঠে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি– পশুপালন ও ফল সংগ্রহের স্তর পার হয়ে মানুষ যখন চাষবাস ও কুটির শিল্পের পর্যায়ে উপনীত হয় তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের তাগিদে আইন-কানুন, শাসক ও বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারালয় গড়ে উঠে এবং রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের ভিত্তি রচিত হয়।

রাজনৈতিক চেতনা– রাজনৈতিক চেতনা হল বাস্তব ও সক্রিয় সাংগঠনিক অনুভূতি যার স্পর্শে একটি জনসমাজ সংঘবদ্ধ হয় এবং একটি ভূখন্ডে বসবাস করে রাষ্ট্র গঠন করে। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক প্রয়োজন মেটানো ও নিরাপত্তার জন্য রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক প্রয়োজন, সম্পত্তি রক্ষা এবং আত্মরক্ষার তাগিদে উপজাতির লোকেরা শক্তিশালী সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট নির্দ্বিধায়

আত্মসমর্পণ করে। এই সামরিক কর্তৃপক্ষই জনগণের আস্থাভাজন হয়ে এক প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন বা সরকার গঠন করে। এভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে।

সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং বিবর্তনের ধারায় রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজনৈতিক চেতনার কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রায় সব মতবাদই সমালোচিত হয়েছে। কারণ এই মতবাদগুলোতে রাষ্ট্র গঠনের কোন একটি বিশেষ উপাদানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এখন ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এ কারণেই যে এই মতবাদ রাষ্ট্র উৎপত্তির কোন একক উপাদানকে গুরুত্ব দেয় নাই বরং অনেক উপাদানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত ও বিকশিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে। রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাজনৈতিক চেতনার কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিবর্তনমূলক মতবাদের প্রবক্তা কে ?

ক. ডঃ ফাইনার
খ. অধ্যাপক গার্ণার
গ. হবস
ঘ. লক ও রুশো

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সঠিক মতবাদ কোনটি ?

ক. সামাজিক চুক্তি মতবাদ
খ. মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ
গ. বলপ্রয়োগ মতবাদ
ঘ. বিবর্তনমূলক মতবাদ

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ কি? –৮.১.১ প্রথম অনুচ্ছেদ

২। বল প্রয়োগ মতবাদ কি? –৮.২.১ প্রথম অনুচ্ছেদ

৩। হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজ্য কেমন ছিল ? –৮.৩.২ তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪। 'শক্তি নয়' সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি' –ব্যাখ্যা করুন। –৮.২.৫

৫। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সঠিক মতবাদ কোনটি ? –৮.৪.১ প্রথম অনুচ্ছেদ

রচনামূলক উত্তরের প্রশ্ন

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদটি সমালোচনাসহ বর্ণনা করুন। –৮.১.১

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সামাজিক চুক্তি মতবাদটি আলোচনা করুন। –৮.৩.১

৩। সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত হব্‌সের মতবাদটি সমালোচনাসহ আলোচনা করুন। –৮.৩.২ ও ৮.৩.৫

৪। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা করুন। –৮.৪.১

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। গ, ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। গ, ৩। খ, ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ঘ, ২। ক, ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। খ, ২। ঘ